সমকাল

তারিখ 07 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড
বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্মই প্রগতির প্রহরী

শিক্ষার্থীদের 'বিজ্ঞানভীতি' যখন বহুল উদ্বেগের বিষয়, তখন বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি ও সমকাল আয়োজিত 'জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড-২০১৫' আমাদের জন্য স্বস্তিই বয়ে আনে। সারাদেশের প্রায় চারশ' স্কুল-কলেজের ১৭ হাজার শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এই অলিম্পিয়াডের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত চূড়ান্ত পর্বে বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসুদের প্রাণবন্ত উপস্থিতি জাগিয়ে তোলে বিজ্ঞানের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার প্রত্যাশাও। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের অংশগ্রহণকারীদের সেরা ২০ শিক্ষার্থীকে আমরা বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাতে চাই। তাদের সাফল্য নিঃসন্দেহে অন্যদেরও বিজ্ঞানের বিষয়ে আরও আগ্রহী করে তুলবে। অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারীদের বিপুল সংখ্যা অন্যান্য শিক্ষার্থীরও বিজ্ঞানভীতি কাটাতে সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের এই বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য যে, বিজ্ঞানকে ভয় পেলে চলবে না এবং তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞানে আগ্রহী হতে হবে। বস্তুত এর বিকল্পও নেই। আমরা বিশ্বাস করি, বিজ্ঞানমনস্ক প্রজন্মই পারে প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ানো কুসংস্কার, গোঁড়ামি ও অন্ধত্ব দূর করতে। একই সঙ্গে এটা অস্বীকারেরও অবকাশ নেই যে বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ কমছে। দারিদ্র্য, বিজ্ঞানভীতি, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনা না থাকা, মাঠপর্যায়ে বিজ্ঞানাগার ও দক্ষ বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব এবং সঠিক দিকনির্দেশনা না থাকায় বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। শিক্ষা খাতে সরকারের বাজেট বরাদ্দও খুব কম। পদার্থবিজ্ঞানে যদিও শিক্ষার্থীদের আগ্রহ রয়েছে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের প্রতি অগ্রসর হচ্ছে কম। আমরা মনে করি, বাংলাদেশের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশে বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখায় সুশিক্ষিত জনশক্তির প্রয়োজন সামনের দিনগুলোতে আরও বাড়বে। তবে সবকিছুর আগে প্রয়োজন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা। আমাদের মনে রাখতে হবে: নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এ দেশে সত্যেন বসু ও জগদীশচন্দ্র বসুর মতো বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীর জন্ম হয়েছে। অথচ আধুনিক সময়ের সুযোগ-সুবিধা নিয়েও সেখানে তাদের উত্তরসূরি হিসেবে কাউকে না পাওয়ার বিষয়টি মেনে নেওয়া কঠিন। এ জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়ের মধ্যে সুযোগ-সুবিধাগত যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, সেটা দূর করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও এগিয়ে আসতে হবে। বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডের মতো আয়োজন এতে নিশ্চয়ই অনুপ্রেরণাদায়ক হবে।